ইউনিট ২ **অধিবেশন ৪**

কর্মসহায়ক গবেষণার সুবিধা

ভূমিকা

কর্মসহায়ক গবেষণা পরিচালনা করতে হয় কোন বাস্তবতার প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট কোন সমস্যা সমাধানের জন্য। শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কর্মসহায়ক গবেষণা পরিচালনা অত্যন্ত ফলপ্রসূ। বর্তমান সময়ে কর্মসহায়ক গবেষণার প্রয়োগযোগ্যতা এবং কার্যকারিতা বিবেচনা করে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ গতানুগতিক ধারার অধিক তত্ত্বভিত্তিক শিক্ষা গবেষণার প্রকৃত বিকল্প হিসেবে কর্মসহায়ক গবেষণা বিবেচনা করেছেন। কর্মসহায়ক গবেষণার দৃষ্টিতে একটি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকই হচ্ছেন তার শিক্ষাগত অভিজ্ঞতার সবচেয়ে বড় যাচাইকারী। অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষে কোন সমস্যা উদ্ভূত হলে শিক্ষাই কর্মসহায়ক গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে সে সমস্যা সমাধান করেন। কর্মসহায়ক গবেষণা দ্বারা শুধু শিক্ষকই নন, শিক্ষার্থী, নীতি নির্ধারকসহ শিক্ষা প্রক্রিয়ায় জড়িত যে কোন ব্যক্তি ব্যাপক মাত্রায় লাভবান হতে পারেন।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি –

- কর্মসহায়ক গবেষণার মাধ্যমে কে কে সুবিধা পেতে পারেন এবং কীভাবে সুবিধা পেতে পারেন তা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- কর্মসহায়ক গবেষণার সুবিধা আলোচনা করতে পারবেন।
- শিক্ষার মানোন্নয়নে কর্মসহায়ক গবেষণা কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব - ক : কর্মসহায়ক গবেষণার সুবিধা

কর্মসহায়ক গবেষণা শ্রেণিকক্ষের পরিবেশে পরিচালনা করা সম্ভব। এর উদ্দেশ্য হলো চলমান শিখন শেখানো কার্যক্রমের পুন:মূল্যায়ন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থপূর্ণ পরিবর্তনের মাধ্যমে শিখন শেখানো কার্যক্রমের মান উন্নয়ন করা। কর্মসহায়ক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষক গবেষক তিনটি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করতে পারেন। **প্রথমত:** এ ধরনের গবেষণা শিক্ষককে তাঁর দায়িত্ব-কতর্ব্য সম্বন্ধে সচেতন করে দেয়। **দ্বিতীয়ত:** প্রতিদিনের শিক্ষামূলক কার্যক্রমের উপর অন্যদের সমালোচনাকে ইতিবাচক হিসেবে গ্রহণ করতে সহায়তা করে। ফলে শিক্ষক নিজেকে একজন আত্মমূল্যায়নকারী হিসাবে গড়ে তুলতে তাগিদ অনুভব করে। **তৃতীয়ত:** শিক্ষক তাঁর কর্মকান্ডে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার সুযোগ পায়। কর্মসহায়ক গবেষণার যৌক্তিকতা বিভিন্নভাবে বা বিভিন্ন উপায়ে মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

প্রথমত: কর্মসহায়ক গবেষণা একটি গবেষণা যা শ্রেণি কার্যক্রমকে ভিত্তি করে পরিচালিত হয়, যেমন: ছাত্র-শিক্ষক যোগাযোগ, শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ইত্যাদি। অন্য গবেষণায় সাধারণত এ জাতীয় বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হয় না। সুতরাং শ্রেণি সমস্যা বিশ্লেষণের জন্য কর্মসহায়ক গবেষণার পরিচালনা অপরিহার্য।

দ্বিতীয়ত: শিক্ষক একজন পেশাজীবী হিসেবে পেশাগত উন্নয়ন সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য কর্মসহায়ক গবেষণা কার্যক্রমে নিযুক্ত হতে পারে।

তৃতীয়ত: শিখন-শেখানো কার্যক্রম কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষকের যথেষ্ট সামর্থ্য থাকা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের যাচাই করার যোগ্যতা থাকা উচিত। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান সরবরাহ না করে বরং তাদের জ্ঞান অন্বেষণে উদ্বুদ্ধ করা শিক্ষকের অন্যতম দায়িত্ব। এ সমস্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য শিক্ষকের কর্মসহায়ক গবেষণা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা উচিত।

কাজ-২-৪.১

- শিক্ষক হিসেবে আপনি কীভাবে কর্মসহায়ক গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে আপনার পাঠদানের মানোন্নয়ন করতে পারবেন সে বিষয়ে আপনার পরিকল্পনা তুলে ধরুন।

ইউনিট ২ **অধিবেশন ৪**

মূল শিখনীয় বিষয়

কর্মসহায়ক গবেষণার সুবিধা

কর্মসহায়ক গবেষণা শ্রেণিকক্ষের পরিবেশে পরিচালনা করা সম্ভব। এর উদ্দেশ্য হলো চলমান শিখন শেখানো কার্যক্রমের পুন:মূল্যায়ন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থপূর্ণ পরিবর্তনের মাধ্যমে শিখন শেখানো কার্যক্রমের মান উন্নয়ন করা। কর্মসহায়ক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষক গবেষক তিনটি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করতে পারেন। **প্রথমত:** এ ধরনের গবেষণা শিক্ষককে তাঁর দায়িত্ব-কতর্ব্য সম্বন্ধে সচেতন করে দেয়। **দ্বিতীয়ত:** প্রতিদিনের শিক্ষামূলক কার্যক্রমের উপর অন্যদের সমালোচনাকে ইতিবাচক হিসেবে গ্রহণ করতে সহায়তা করে। ফলে শিক্ষক নিজেকে একজন আত্মমূল্যায়নকারী হিসাবে গড়ে তুলতে তাগিদ অনুভব করে। **তৃতীয়ত:** শিক্ষক তাঁর কর্মকান্ডে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার সুযোগ পায়।

শিক্ষক অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের গবেষণা কার্যক্রমের উপর খুব কমই নিয়ন্ত্রণ থাকে। অনুসন্ধান কার্যক্রমের বিষয়, পদ্ধতি, কর্মসূচি ইত্যাদি নির্ধারিত হয় কোন ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠানের বাইরের কোন সংস্থা কর্তৃক। এক্ষেত্রে গবেষণার ফলাফল নির্ধারিত হয় বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে, কিন্তু বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের সাথে খুব কমই সংশি- ষ্টতা থাকে এবং বিদ্যালয়ের তেমন কোন লাভ হয় না। অন্যদিকে গবেষণা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হলে প্রতিষ্ঠানের শিখন-শেখানো কার্যক্রম অথবা শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা আলোচিত হয় এবং প্রভাবিত হয়। এ গবেষণার প্রধানতম উদ্দেশ্য অনুশীলনের উন্নয়ন ঘটানো। এটি শিক্ষকের শিখন-শেখানো দক্ষতা, মূল্যায়ন দক্ষতা এবং বিভিন্ন দূর্বলতা দূরীকরণে যথেষ্ট সাহায্য করে।

কর্মসহায়ক গবেষণা গতানুগতিক গবেষণা থেকে ভিন্ন রকম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয় সরাসরি শিখন-শেখানোর পরিবেশ থেকে। গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য উপযোগী কর্মপন্থা চিহ্নিত করে। একবার উপযোগী কর্মপন্থা চিহ্নিত করা হয়ে গেলে তা বাস্তবায়িত করা হয় এবং এর ফলাফল নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। যদি এ উদ্যোগ সফল হয় তবে তা ঐ সমস্যাগুলো সমাধানের উপায় হতে পারে। প্রতিষ্ঠানে আরও কোন নতুন সমস্যা পরিলক্ষিত হলে এভাবে সমাধান করা যেতে পারে এবং এ প্রক্রিয়া চলমান থাকবে।

কর্মসহায়ক গবেষণার যৌক্তিকতা বিভিন্নভাবে বা বিভিন্ন উপায়ে মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

প্রথমত: কর্মসহায়ক গবেষণা একটি গবেষণা যা শ্রেণি কার্যক্রমকে ভিত্তি করে পরিচালিত হয়, যেমন: ছাত্র-শিক্ষক যোগাযোগ, শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ইত্যাদি। অন্য গবেষণায় সাধারণত এ জাতীয় বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হয় না। সুতরাং শ্রেণি সমস্যা বিশ্লেষণের জন্য কর্মসহায়ক গবেষণার পরিচালনা অপরিহার্য।

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষক একজন পেশাজীবী হিসেবে পেশাগত উন্নয়ন সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য কর্মসহায়ক গবেষণা কার্যক্রমে নিযুক্ত হতে পারে। এ সম্পর্কে Hopkins বলেছেন -

> "By taking a research stance, the teacher is engaged not only in a meaningful professional development activity but also engaged in a process of refining and becoming more autonomous in professional judgement."

তৃতীয়তঃ শিখন-শেখানো কার্যক্রম কার্যকরীভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষকের যথেষ্ট সামর্থ্য থাকা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের যাচাই করার যোগ্যতা থাকা উচিত। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান সরবরাহ না করে বরং তাদের জ্ঞান অন্বেষণে উদ্বুদ্ধ করা শিক্ষকের অন্যতম দায়িত্ব। এ সমস্ড় দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য শিক্ষকের কর্মসহায়ক গবেষণা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা উচিত।

পরিশেষে বলা যায় জ্ঞান, দক্ষতা এবং অনুশীলনকে সমৃদ্ধ করার জন্য কর্মসহায়ক গবেষণা শিক্ষকের জন্য এক বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। গতানুগতিক পদ্ধতি এবং শিখন-শেখানো কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য শিক্ষকের দৃঢ় প্রত্যয় থাকা প্রয়োজন। কর্মসহায়ক গবেষণার যথার্থতা নির্ভর করে শিক্ষক বা শিক্ষক গবেষকের দক্ষতার উপর।

মূল্যায়ন

১. কর্মসহায়ক গবেষণার মাধ্যমে কে কে সুবিধা পেতে পারেন এবং কীভাবে সুবিধা পেতে পারেন তা আলোচনা করুন।

২. কর্মসহায়ক গবেষণার সুবিধাসমূহের বিবরণ দিন।

৩. শিক্ষার মানোন্নয়নে কর্মসহায়ক গবেষণা কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে তা ব্যাখ্যা করুন।

ইউনিট ২ **অধিবেশন ৫**

কর্মসহায়ক গবেষণায় নৈতিক বিবেচ্য বিষয়সমূহ

ভূমিকা

গবেষণা কর্মে গবেষককে নৈতিক দিক অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে। একজন শিক্ষক গবেষক হিসেবে এই নৈতিকতার বিষয়সমূহ তার পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করবেন। পেশাজীবী হিসেবে একজন শিক্ষককে তার শিক্ষকতার দায়িত্বকে শুধুমাত্র আয়ের উৎস হিসেবে বিবেচনা না করে একে দেশ ও জাতির প্রতি বিশেষ সেবা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। কর্মসহায়ক গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে তাই শিক্ষককে সততা, নিষ্ঠা, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখতে হবে। গবেষক গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রমাণসমূহ এমন নিখুঁতভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন যেন তা নির্ভুল, প্রতিনিধিত্বশীল এবং নির্ভরযোগ্য হয়। গবেষকের আত্মসমালোচক হওয়া উচিত। গবেষক তাঁর নিজস্ব ধারণাসমূহ, উপাত্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং ফলাফল উপস্থাপন কৌশল অবশ্যই নিখুঁতভাবে নিরীক্ষা করবেন।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি –

- গবেষকের নৈতিক গুণাবলি চিহ্নিত করতে পারবেন;
- গবেষকের নৈতিকতা বজায় রাখার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ কর্মসহায়ক গবেষণায় নৈতিকতা বজায় রাখার কারণ

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, শিক্ষামূলক গবেষণায় নৈতিক বিষয়াদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনুসন্ধানমূলক গবেষণাকর্মে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্কের সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। কর্মসহায়ক গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়গুলোর যথাযথ অনুসন্ধান এবং নিজ প্রতিফলন অনুশীলনের জন্য প্রয়োজন শিক্ষকের প্রস্তুতি। কর্মসহায়ক গবেষণায় প্রায়শই শ্রেণি পাঠদান অনুশীলন সম্বন্ধে অস্বস্তিকর এবং মারাত্মক প্রশ্ন উপস্থাপিত হয়। কর্মসহায়ক গবেষণায় জড়িত হতে হলে অবশ্যই আত্মমর্যাদা, পূর্ব ধারণা এবং পাঠদানের বিভিন্ন তত্ত্ব সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। নিজ আচরণ এবং কার্যকলাপের উপর সকল ধরনের আত্ম-মূল্যায়ন সততা এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে বিবেচনা করা উচিত। প্রয়োজনে সহানুভূতিশীল এবং বিচক্ষণ সহকর্মীদের সাথে পরামর্শ করা যেতে পারে।

যে কোন ধরনের গবেষণা হোক না কেন সেখানে নৈতিক বিধি-বিধানগুলো সম্পূর্ণরূপে মেনে চলা উচিত। এ বিষয়গুলো মেনে চলার ক্ষেত্রে সকল গবেষকের আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন। নিজ প্রতিষ্ঠান বা নিজ প্রতিষ্ঠানের বাইরে কোন গবেষণামূলক কর্মকান্ড পরিচালনার সময় গবেষককে

অনেক স্পর্শকাতর ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এক্ষেত্রে গবেষণা কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য সকল পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াগুলো অবশ্যই নীতি-নৈতিকতার নিরিখে হতে হবে। এতে করে স্পর্শকাতর বিষয়গুলোর সমাধান নাও হতে পারে তবে গবেষক তার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় বহন করবেন।

কাজ ২-৫.১

- কর্মসহায়ক গবেষণায় নৈতিকতা বজায় রাখার ৪টি কারণ শনাক্ত করুন।

১।

২।

৩।

৪।

পর্ব - খ : কর্মসহায়ক গবেষণায় নৈতিক বিবেচ্য বিষয়সমূহ

প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, যে কোন ধরনের গবেষণা হোক না কেন সেখানে নৈতিক বিধি-বিধানগুলো সম্পূর্ণরূপে মেনে চলা উচিত। এ বিষয়গুলো মেনে চলার ক্ষেত্রে সকল গবেষকের আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন। নিজ প্রতিষ্ঠান বা নিজ প্রতিষ্ঠানের বাইরে কোন গবেষণামূলক কর্মকান্ড পরিচালনার সময় গবেষককে অনেক স্পর্শকাতর ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এক্ষেত্রে গবেষণা কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য সকল পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াগুলো অবশ্যই নীতি-নৈতিকতার নিরিখে হতে হবে। এতে করে স্পর্শকাতর বিষয়গুলোর সমাধান নাও হতে পারে তবে গবেষক তার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় বহন করবেন।

সর্বোপরি, গবেষণা পরিচালনায় নিচের নির্দেশাবলি মেনে চলা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

- যে কোন গবেষণামূলক অনুসন্ধান পরিচালিত হতে হবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে। উপাত্তসমূহ এলোমেলোভাবে যে কোন নিয়মে সংগ্রহ করা উচিত নয়। উপাত্তসমূহকে এমনভাবে সংগ্রহ করা এবং সাজানো উচিত যেন সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন, সমস্যা অথবা অনুমিত সিদ্ধান্তের উত্তর পাওয়া যায়।

- গবেষক সাক্ষ্য প্রমাণসমূহ এমন নিখুঁতভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন যেন নির্ভুল, প্রতিনিধিত্বশীল এবং নির্ভরযোগ্য হয়।

- গবেষকের আত্মসমালোচক হওয়া উচিত। গবেষক তাঁর নিজস্ব ধারণাসমূহ, উপাত্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং ফলাফল উপস্থাপন কৌশল অবশ্যই নিখুঁতভাবে নিরীক্ষা করবেন।

- গবেষণার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে এমন কিছু বলার প্রয়োজন হতে পারে যা তারা পূর্বে জানত না। এক্ষেত্রে গবেষকের দায়িত্ব হওয়া উচিত গবেষণার ফলাফল ঐ সমস্ড় ব্যক্তিবর্গকে অবহিত করা যাতে করে তারা নতুন জ্ঞান বা ধারণা থেকে লাভবান হতে পারে।

- গবেষকের উচিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং প্রকাশিত বা প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব থেকে অর্জিত নতুন জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা ।

কাজ ২-৫.২

- কর্মসহায়ক গবেষকের কী কী নৈতিক বিষয় বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন? উল্লেখ করুন।

ইউনিট ২ **অধিবেশন ৫**

মূল শিখনীয় বিষয়

কর্মসহায়ক গবেষণায় বিবেচ্য নৈতিক বিষয়সমূহ

শিক্ষামূলক গবেষণায় নৈতিক বিষয়াদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান গবেষণা পদ্ধতির উপর লিখিত বিভিন্ন বইয়ের বিষয়বস্তুতে ন্যায়-নীতির উপর কিছু অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১৯৯২ সনে The British Educational Research Association (BERA) শিক্ষামূলক গবেষণার জন্য নৈতিক নিয়মাবলি প্রণয়ন করেছে। একজন শিক্ষক-গবেষক হিসেবে অন্য গবেষকদের সাথে গবেষণার জন্য নিয়ম-নীতি, বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধে মত বিনিময় করা উচিত। গবেষণা কর্মের প্রতিটি ধাপের জন্য নৈতিক নিয়ম-নীতি চিহ্নিত করা এবং তা যথাযথভাবে মেনে চলা প্রয়োজন। কোন কোন ক্ষেত্রে গবেষণা কর্মের সময় ও বিষয়বস্তু বিবেচনা সাপেক্ষে কী নিয়মনীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন তা নিরূপণ করা বেশ কঠিন।

অনুসন্ধানমূলক গবেষণাকর্মে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্কের সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। কর্মসহায়ক গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়গুলোর যথাযথ অনুসন্ধান এবং নিজ প্রতিফলন অনুশীলনের জন্য প্রয়োজন শিক্ষকের প্রস্তুতি। কর্মসহায়ক গবেষণায় প্রায়শই শ্রেণি পাঠদান অনুশীলন সম্বন্ধে অস্বস্তিকর এবং মারাত্মক প্রশ্ন উপস্থাপিত হয়। কর্মসহায়ক গবেষণায় জড়িত হতে হলে অবশ্যই আত্মমর্যাদা, পূর্ব ধারণা এবং পাঠদানের বিভিন্ন তত্ত্ব সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। নিজ আচরণ এবং কার্যকলাপের উপর সকল ধরনের আত্মমূল্যায়ন সততা এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে বিবেচনা করা উচিত। প্রয়োজনে সহানুভূতিশীল এবং বিচক্ষণ সহকর্মীদের সাথে পরামর্শ করা যেতে পারে। নিজের অনুশীলনে সর্বদা নৈর্ব্যক্তিকতা বজায় রাখা সহজ নয়।

যে কোন ধরনের গবেষণা হোক না কেন সেখানে নৈতিক বিধি-বিধানগুলো সম্পূর্ণরূপে মেনে চলা উচিত। এ বিষয়গুলো মেনে চলার ক্ষেত্রে সকল গবেষকের আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন। নিজ প্রতিষ্ঠান বা নিজ প্রতিষ্ঠানের বাইরে কোন গবেষণামূলক কর্মকান্ড পরিচালনার সময় গবেষককে অনেক স্পর্শকাতর ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এক্ষেত্রে গবেষণা কর্মকান্ড

পরিচালনার জন্য সকল পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াগুলো অবশ্যই নীতি-নৈতিকতার নিরিখে হতে হবে। এতে করে স্পর্শকাতর বিষয়গুলোর সমাধান নাও হতে পারে তবে গবেষক তার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় বহন করবেন।

সর্বোপরি, গবেষণা পরিচালনায় নিচের নির্দেশাবলি মেনে চলা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

- যে কোন গবেষণামূলক অনুসন্ধান পরিচালিত হতে হবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে। উপাত্তসমূহ এলোমেলোভাবে যে কোন নিয়মে সংগ্রহ করা উচিত নয়। উপাত্তসমূহকে এমনভাবে সংগ্রহ করা এবং সাজানো উচিত যেন সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন, সমস্যা অথবা অনুমিত সিদ্ধান্তের উত্তর পাওয়া যায়।
- গবেষক সাক্ষ্য প্রমাণসমূহ এমন নিখুঁতভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন যেন নির্ভুল, প্রতিনিধিত্বশীল এবং নির্ভরযোগ্য হয়।
- গবেষকের আত্মসমালোচক হওয়া উচিত। গবেষক তাঁর নিজস্ব ধারণাসমূহ, উপাত্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং ফলাফল উপস্থাপন কৌশল অবশ্যই নিখুঁতভাবে নিরীক্ষা করবেন।
- গবেষণার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে এমন কিছু বলার প্রয়োজন হতে পারে যা তারা পূর্বে জানত না। এক্ষেত্রে গবেষকের দায়িত্ব হওয়া উচিত গবেষণার ফলাফল ঐ সমস্ড় ব্যক্তিবর্গকে অবহিত করা যাতে করে তারা নতুন জ্ঞান বা ধারণা থেকে লাভবান হতে পারে।
- গবেষকের উচিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং প্রকাশিত বা প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব থেকে অর্জিত নতুন জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা ।

মূল্যায়ন

১. গবেষকের নৈতিক গুণাবলি চিহ্নিত করুন।

২. গবেষকের নৈতিকতা বজায় রাখার সুফল ব্যাখ্যা করুন।

ইউনিট ২ **অধিবেশন ৬**

কর্মসহায়ক গবেষণায় নৈতিক বিবেচ্য কৌশলাদি

ভূমিকা

কোন কাজ সুষ্ঠু, সুন্দর ও নিখুঁতভাবে সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করা অত্যন্ত জরুরী। কর্মসহায়ক গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাই সততা, নিষ্ঠা, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করা প্রয়োজন। আলোচ্য অধিবেশনে এসব নৈতিক বিবেচ্য কৌশলাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি –

- কর্মসহায়ক গবেষণায় নৈতিক বিবেচ্য কৌশলাদি বর্ণনা করতে পারবেন।
- কীভাবে নৈতিক বিবেচ্য কৌশলাদি অনুসরণ করা হবে তা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- একজন আদর্শ গবেষকের বৈশিষ্ট্যগুলি নিরূপণ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব - ক : কর্মসহায়ক গবেষণায় নৈতিক বিবেচ্য কৌশলাদি

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসুন। এবার চোখ বন্ধ করে 'একজন আদর্শ গবেষক গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে কী কী কৌশল ব্যবহার করতে পারেন' সে বিষয়ে পাঁচ মিনিট চিন্তা করুন এবং কৌশলগুলো নিচের ফাঁকা জায়গায় লিখুন।

বন্ধুরা, গবেষণা কর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিচের নৈতিক বিবেচ্য কৌশলাদিসমূহ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

১. গবেষণা কর্ম পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ, কমিটি এবং কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে পূর্বেই প্রয়োজনীয় অনুমতি নেয়া এবং প্রয়োজনে তাদের সাথে গবেষকের পরামর্শ করা উচিত।

২. যে সমস্ড় ব্যক্তির গবেষণা কর্মে আগ্রহ আছে এবং গবেষককে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে আন্তরিক তাদেরকে গবেষণা কর্মে সংশ্লিষ্ট করা।

৩. গবেষণা কর্মের সাথে যে সমস্ত ব্যক্তি কোন না কোনভাবে জড়িত তাদের সাথে আলোচনা করা এবং তাদের জন্য শুভ কামনা করা।

৪. গঠনমূলক পরামর্শের স্বার্থে গবেষণার ক্রিয়াকর্ম ও তার অগ্রগতি দৃশ্যমান এবং উন্মুক্ত রাখা উচিত। গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্টরা এবং সহকর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গবেষণার অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারে।

৫. কোন সহকর্মী অথবা কোন পেশাজীবীর ক্রিয়াকর্ম পর্যবেক্ষণের পূর্বে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেয়া উচিত।

৬. গবেষণা কর্মের স্বচ্ছতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং যথার্থতা নিশ্চিত করা উচিত। গবেষণা কর্মে কোন প্রকার অস্বচ্ছতা বা গোজামিলের আশ্রয় নেয়া উচিত নয়।

৭. সাক্ষাৎকার, সভা এবং অন্যান্য কাজের সাথে সংশ্লিষ্টদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত।

৮. কোন প্রকার ট্রান্সক্রিপ্ট, পর্যবেক্ষণ দলিল, ভিডিও রেকর্ড, কোন প্রতিবেদনের অংশবিশেষ বা ফলাফল ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে।

৯. প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্বে প্রতিবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা করা উচিত।

১০. যে কোন গবেষণায় স্বচ্ছতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং যথার্থতা রক্ষা করার সাথে সাথে গবেষণার এমন অনেক বিষয় আছে যা জনসমক্ষে প্রকাশ করা উচিত নয়। সেক্ষেত্রে অবশ্যই গোপনীয়তা রক্ষা উচিত।

ইউনিট ২ **অধিবেশন ৬**

মূল শিখনীয় বিষয়

কর্মসহায়ক গবেষণায় নৈতিক বিবেচ্য কৌশলাদি

নিচের তালিকাবদ্ধ নৈতিক বিবেচ্য কৌশলাদিসমূহ যে কোন গবেষকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণা কর্ম পরিচালনার সময় যে কোন গবেষকের সেগুলো মেনে চলা কর্তব্য। এগুলো ছাড়া আরও অনেক কৌশলাদি থাকতে পারে সেগুলোও মেনে চলার জন্য গবেষকের আন্তরিক হওয়া উচিত।

প্রটোকল (Protocol) পালন : গবেষণা কর্ম পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ, কমিটি এবং কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে পূর্বেই প্রয়োজনীয় অনুমতি এবং প্রয়োজনে তাদের সাথে গবেষকের পরামর্শ করা উচিত।

অংশগ্রহণকারীদের সংশ্লিষ্টতা : যে সমস্ত ব্যক্তির গবেষণা কর্মে আগ্রহ আছে এবং গবেষককে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে আন্তরিক তাদেরকে গবেষণা কর্মে সংশ্লিষ্ট করা।

গংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা : গবেষণা কর্মের সাথে যে সমস্ত ব্যক্তি কোন না কোনভাবে জড়িত তাদের সাথে আলোচনা করা এবং তাদের জন্য শুভ কামনা করা।

প্রতিবেদন অগ্রগতি : গঠনমূলক পরামর্শের স্বার্থে গবেষণার ক্রিয়াকর্ম ও তার অগ্রগতি দৃশ্যমান এবং উন্মুক্ত রাখা উচিত। গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্টরা এবং সহকর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গবেষণার অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারে।

পর্যবেক্ষণের পূর্বে কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ : কোন সহকর্মী অথবা কোন পেশাজীবীর ক্রিয়াকর্ম পর্যবেক্ষণের পূর্বে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেয়া উচিত।

গবেষণা কর্মে স্বচ্ছতা : গবেষণা কর্মের স্বচ্ছতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং যথার্থতা নিশ্চিত করা উচিত। গবেষণা কর্মে কোন প্রকার অস্বচ্ছতা বা গোজামিলের আশ্রয় নেয়া উচিত নয়।

অন্যের মতামতের গুরুত্ব দেয়া : সাক্ষাৎকার, সভা এবং অন্যান্য কাজের সাথে সংশ্লিষ্টদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত। এতে করে গবেষণা কর্মের স্বচ্ছতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং যথার্থতা বৃদ্ধি পায়।

কোন প্রকার উক্তি ব্যবহারের পূর্বে অনুমতি নেয়া : কোন প্রকার ট্রান্সক্রিপ্ট, পর্যবেক্ষণ দলিল, ভিডিও রেকর্ড, কোন প্রতিবেদনের অংশবিশেষ বা ফলাফল ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে।

প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা : প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্বে প্রতিবেদকের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা করা উচিত।

গোপনীয়তা রক্ষা করা : যে কোন গবেষণায় স্বচ্ছতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং যথার্থতা রক্ষা করার সাথে সাথে গবেষণার এমন অনেক বিষয় আছে যা জনসমক্ষে প্রকাশ করা উচিত নয়। সেক্ষেত্রে অবশ্যই গোপনীয়তা রক্ষা উচিত। কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের এমন অনেক বিষয় থাকতে পারে যা সরাসরি ঐ ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের নামে প্রকাশ করলে সংশ্লিষ্টরা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে অথবা বিব্রতবোধ করতে পারে। এক্ষেত্রে অবশ্যই গোপনীয়তা রক্ষা করা উচিত।

মূল্যায়ন

১. কর্মসহায়ক গবেষণায় নৈতিক বিবেচ্য কৌশলাদি বর্ণনা করুন।

২. একজন আদর্শ গবেষকের বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করুন।